‘ভ্রাতৃত্ববন্ধন’ এর গুরুত্ব ও তৈরি করার উপায়

-মাওলানা মুহাম্মাদ মুসান্না হাসসান হাফিজাহুল্লাহ

অনুবাদ ও পরিবেশনা



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ، يَفْقَهُوا قَوْلِي.

মুহতারাম হাযিরীন!

নিঃসন্দেহে আমাদের প্রত্যেকের জিহাদে বের হওয়া এবং তাতে অংশগ্রহণ করা, এটা আল্লাহ তা’আলার পক্ষ থেকে অনেক বড় দয়া ও অনুগ্রহ। এখানে আমাদের প্রত্যেকেই মুজাহিদ এবং মুজাহিদ হওয়ার পূর্বে আমরা সবাই মুসলমান। আল্লাহ তা’আলা আমাদেরকে ইসলাম ও ঈমানের নেয়ামত দান করেছেন। আর এই ইসলাম ও ঈমানের বদৌলতে তিনি আমাদেরকে জিহাদে অংশগ্রহণের তাওফীক দিয়েছেন।

প্রিয় উপস্থিতি!

আমরা জিহাদে কেন বের হয়েছি?

এই জন্য বের হয়েছি- যেন পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ইসলামের উপর আমল হয়ে যায়। নিজেও যেন ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করতে পারি, সাথে সাথে গোটা দুনিয়াতেও যেন ইসলামকে বিজয়ী করতে পারি। জিহাদের রাস্তা- এটি ইসলাম ও ঈমানের রাস্তা। সুতরাং যারা ঈমানদার, তারা পরস্পর ভাই ভাই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা প্রত্যেক মুসলমানকে অপর মুসলমানের ভাই বলে আখ্যা দিয়েছেন।

পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেছেন-

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿الحجرات: ١٠﴾

“মু’মিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে-যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।” (সূরা হুজুরাত: ১০)

আয়াত থেকে বুঝা গেল সমস্ত মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। ভাই ভাই হওয়ার কি অর্থ?

‘সে মুসলমান না কাফের’ এদিকে লক্ষ্য করা ছাড়াই সকলেই এটা জানে যে, এক মাতা-পিতার সন্তান পরস্পর ভাই ভাই। আল্লাহ তা’আলা মানুষকে ভ্রাতৃত্বের এমন স্বভাব দিয়ে বানিয়েছেন যে- যে ব্যক্তি তার ভাই হবে, সে তার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। তার প্রতি দয়াবান হবে, তার প্রতি খেয়াল রাখবে। মহান আল্লাহ তা’আলা এটি মানুষের স্বভাবের মাঝে ঢেলে দিয়েছেন। যদিও সে কাফের হয়, তবুও সে স্বভাবগতভাবেই তার ভাইয়ের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। কাফের হওয়া সত্ত্বেও যদি সে ফিতরাতের উপর থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে সে তার আপন ভাইয়ের সাথে ভালো ব্যবহার করবে।

আর যারা ঈমানদার তারা ‘অন্য মুসলমানের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে কি না?’ সেদিকে লক্ষ্য করা ছাড়াই একে অপরের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। তাদের মাঝে রক্তের সম্পর্কের বাইরেও যে সম্পর্ক আছে, তা আল্লাহ তা’আলা একমাত্র ঈমানের কারণেই দান করেছেন।

যেহেতু ঈমানের কারণে আল্লাহ তা’আলা এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দান করেছেন, তাই মু’মিনদের কাছে এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের ফরজ দাবি কি?

তা হলো: فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُم অর্থাৎ তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে।

সুতরাং যারা ভাই ভাই, তারা পরস্পর ঝগড়া করবে না। বরং পরস্পর আত্মসংশোধনের সাথে থাকবে। প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ- সে তার অপর মুসলমান ভাইয়ের সাথে সহানুভূতির আচরণ করবে। তার প্রতি খেয়াল রাখবে। তার সাথে ভালো ব্যবহার করবে।

প্রিয় সুধী!

এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের ক্ষেত্রে দু’টি মৌলিক বিষয় রয়েছে। যা হাদীস শরীফে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ مُؤْلَفٌ وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ.

হযরত আবূ হুরাইরাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “মুমিন মহব্বত ও দয়ার প্রতীক। ওই ব্যক্তির মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই, যে কারও সঙ্গে মহব্বত রাখে না এবং সেও মহব্বত প্রাপ্ত হয় না।” (মুসনাদে আহমাদ, ১৫/৯১৯৮)

মোটকথা: ঐ ব্যক্তির মধ্যে কোন কল্যান নেই, যে মহব্বত করতেও পারে না এবং মহব্বত নিতেও পারে না।

তো এখানে প্রথম কথা হচ্ছে: এটা প্রত্যেক মুসলমান, বিশেষ করে মুজাহিদীন ভাইদের বুঝা উচিৎ। বিশেষভাবে মুজাহিদীনের কথা বলা হচ্ছে কেন?

কারণ, আমরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বের হয়েছি। আর জিহাদ ইসলামী সমাজ তৈরী করে।

আমরা জিহাদে কেন বের হয়েছি?

এই জন্য যে, যাতে জিহাদের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ একটি ইসলামী সমাজ ইসলামের বিধান মোতাবেক প্রতিষ্ঠা করতে পারি। পুরো দুনিয়াতে অথবা বিশেষ করে সেখানে, যেখানে আমরা আপাতত মেহনত করছি। এরপর যে সমস্ত জমিন কাফেরদের দখলে বা মুরতাদদের দখলে আছে, তা তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সেখানে কুফরের সমাজকে নিশ্চিহ্ন করে, সেখানে আমরা পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ গড়ে তুলব। কারণ, ইসলামী সমাজ একটি সংঘবদ্ধ সমাজ। এই সংঘবদ্ধ সমাজ মুজাহিদদের প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যেহেতু মুজাহিদীন ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সর্বপ্রথম সম্বোধিত ব্যক্তি।

সুপ্রিয় উপস্থিতি!

তো এ ব্যাপারে প্রথম কথা হলো: এক মুসলমান অপর মুসলমানকে মহব্বত করবে। প্রত্যেক মুজাহিদ অপর মুজাহিদের সাথে এবং এমন মুসলমান যারা জিহাদরত নয়, তাদের সকলের সাথে মুহব্বতের আচরণ করবে। মহব্বত করার তরীকা শিখবে। যাতে তার হৃদয়ে তার প্রতি মহব্বত তৈরী হয়।

ভ্রাতৃত্ববন্ধন তৈরী করার জন্য প্রথম মৌলিক কাজ হলো- এক মুসলমান অপর মুসলমানকে মহব্বত করবে।

আর দ্বিতীয় মৌলিক বিষয় হলো– উত্তম আখলাক।

এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

ان من أقربكم إلي يوم القيامة أحسنكم خلقا (مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم: 27/8)

“নিশ্চয়ই কেয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে সে, যে চারিত্রিক দিক থেকে সবচাইতে সুন্দর চরিত্রের অধিকারী হবে।”(মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৮/২৭)

ভ্রাতৃত্ববন্ধন তৈরী করার জন্য দ্বিতীয় মৌলিক বিষয় হলো ‘উত্তম আখলাক’। উত্তমভাবে অন্যদের সাথে আচরণ করা। কিছু মানুষ এখানে ভুল বুঝে। তারা মনে করে উত্তম আখলাক ‘মুস্তাহাব’ বিষয়। কিন্তু তা মুস্তাহাব বিষয় নয়। কারণ, কিছু কিছু উলামায়ে কেরাম ফরযে আইন ইলমের মধ্যে আখলাকের ইলমকেও ফরযে আইন বলেছেন। তাই প্রত্যেক মুসলমানকে আখলাকের ইলম শিক্ষা করা আবশ্যক, ফরয।

গীবত করা বা ছেড়ে দেয়া মুস্তাহাব নয় বরং তা আবশ্যক, ফরজ। কোন মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ না রাখা আবশ্যক, ওয়াজিব, ফরয। বিদ্বেষ পোষণ করা হারাম। গীবত করা হারাম। মিথ্যা বলা হারাম। কেন? মিথ্যা বলার দ্বারা কার ক্ষতি হয়?

মিথ্যা বলার দ্বারা আল্লাহর হক নষ্ট হয়, বান্দার হকও নষ্ট হয়। কারণ, একজন মানুষ যখন অপরের সাথে মিথ্যা বলে, তখন সে তাকে ধোঁকা দেয়। সুতরাং মিথ্যা বলা হারাম। তাই মিথ্যা ছেড়ে দেয়া আবশ্যক, ওয়াজিব, ফরজ।

মুহতারাম হাযিরীন!

হাসিমুখে সাক্ষাত করা জরুরী। হাদিসে এসেছে- যে সর্বদা চেহারা কুঞ্চিত করে রাখে, তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করেননি। যখন মুসলমানদের সাথে সাক্ষাৎ করে, তখন মলিনমুখে করে সাক্ষাৎ করে। তিনি এটা পছন্দ করেননি। অর্থাৎ সে এটাকে মুস্তাহাব মনে করে ভাবে যে, মুসলমানদের সাথে ভালোভাবে সাক্ষাৎ না করা বা ভালোভাবে কথা না বলা- এটা তেমন কোন খারাপ বিষয় না। কিন্তু আসলে বিষয়টি এমন নয়। বরং এটারও গুরুত্ব রয়েছে।

কারণ, ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তখন হবে, যখন একজন মুজাহিদ অপর মুজাহিদ ও সাধারণ মুসলমানের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে। যদি কোন মুজাহিদ বা মুসলমান কেউ কারো সাথে ভুলও করে, তাহলেও সে তাকে ক্ষমা করে দিবে। তার প্রতি দয়াদ্র হবে। সহনশীল হবে। তার ভালো কোন গুণের কথা স্মরণ করে, তাকে মাফ করে দিবে। এমনিভাবে তার ভুলকে দেখেও না দেখার ভান করবে। তখনই গিয়ে সে উত্তম আখলাকের অধিকারী হবে। আর যে যত উত্তম আখলাকের অধিকারী হবে, সে তত ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। এমনটি-ই আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছেন।

মুজাহিদগণ উম্মাহর নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। এজন্য তাদেরকে উম্মাহকে সাথে নিয়ে চলতে হয়। আল্লাহ তা‘আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেছেন-

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ... ﴿آل‌عمران: ١٥٩﴾

“আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের (সাহাবীদের) জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রাগ ও কঠিন হৃদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো।” (সূরা আলে-ইমরান: ১৫৯)

অর্থাৎ আপনি যদি শক্ত মেজাজের হতেন, তাহলে এই সাহাবীরা আপনার থেকে দূরে সরে যেত।

প্রিয় সুধী!

সুতরাং উত্তম আখলাকের আলামত এই যে, মানুষ আপনার সাথে মিশবে। উত্তম আখলাকের অধিকারী হবার আলামত হলো: পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হবে। অন্যান্য আলামতগুলো হলো: মানুষ আপনার প্রতি মনোযোগী হবে, আপনার দাওয়াত শুনবে। আপনার অনুসরণ করবে। আপনাকে মান্য করবে।

সুতরাং যেই মুজাহিদ হবে, সে পুরো উম্মতের অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব হবে, ইমাম হবে, নেতা হবে। উম্মাহকে পরিচালনা করবে। তাই যে উম্মাহর ও মুজাহিদীনের নেতা ও পরিচালক হবে, তার মধ্যে উত্তম আখলাকের উপাদানসমূহ থাকতেই হবে। এ গুণ প্রত্যেক মুজাহিদ ও প্রত্যেক মুসলমানের মাঝেই থাকা উচিত।

অতএব, আমাদের সকলকে উত্তম আখলাক অর্জন করতে হবে। মহব্বত করতে হবে এবং উত্তম আখলাকের দ্বারা নিজেদেরকে সুশোভিত করতে হবে। যদি আমরা এই দুই কাজে সফলতা অর্জন করতে পারি, তাহলে আমরা ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ; এমন একটি সমাজ তৈরী করতে সক্ষম হব, ইনশা আল্লাহ।

সুপ্রিয় শ্রোতা!

আমরা প্রত্যেকে নিজের দোষের প্রতি দৃষ্টি দিবো। হাদিস শরীফে এসেছে-

طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس » جزء من حديث مرفوع رواه الطبراني في [المعجم الكبير، ج5 ص 71]، والبيهقي في [شعب الإيمان، ج7 ص 355]

“সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য, যার নিজের দোষ দেখা অন্যের দোষ দেখা থেকে বিরত রাখে।” - ত্ববারানী [আলমুউজামুল কাবীর, ৫/৭১] বায়হাকী[শুয়াবুল ঈমান, ৭/৩৫৫]

যদি কোন মানুষ শুধু অন্যের দোষ তালাশ করে, তাহলে সে নিজের সংশোধন করতে সক্ষম হয় না। আমাদের প্রত্যেককে আগে দেখতে হবে, আমার মাঝে কি দোষ আছে? আমার মাঝে কি ত্রুটি আছে? আমার কি কি দোষ আছে, যার কারণে অন্যদের কষ্ট হচ্ছে? এটা দেখা যাবে না যে, অন্যদের মাঝে কি কি দোষ আছে। যখন মানুষ অন্যের দোষ দেখে, তখন নিজেকে নিজে অনেক ভালো মনে করে। আর যখন নিজেকে নিজে ভালো মনে করে, তখন সে (অন্য ব্যক্তির) হক নষ্ট করে। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানকে, বিশেষ করে মুজাহিদদেরকে নিজেদের

মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন তৈরী করতে হবে। বিশেষ করে মুজাহিদদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন তৈরী করার কারণ হলো: মুজাহিদীনের প্রথম মারহালা-ই হলো: তারা তাদের মাঝে মহব্বত ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠা করবে। তারপর সকল মুসলমানদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ সমাজ তৈরী হবে।

বর্তমান মুসলমানদের উপর যে কুফুরী শাসনব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা মানুষের পারিবারিক সম্পর্ককে শেষ করে দিয়েছে। আমরা সব জানি। পশ্চিমা সভ্যতার দাবি এটাই যে, মুসলমানদের মাঝে যারা পরস্পর রক্তের সম্পর্কের ভাই, সেও তার ভাই না। তাই আজ ভাই ভাই শত্রুতায় লিপ্ত। প্রত্যেকই নিজের স্বার্থে বা দুনিয়াবী সুবিধা লাভের আশায় অপর ভাইয়ের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত। এমনিভাবে একে অপরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করছে। সুতরাং তাদের সংশোধনও এই পদ্ধতিতেই হবে যে, মুজাহিদরা প্রথমে নিজেরা সংশোধন হয়ে যাবে। নিজেরা পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হবে। তারপর তারা যখন ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে শক্তি ও ক্ষমতার মাধ্যমে কোন এলাকা বিজয় করবে, তখন তাদের সেই ক্ষমতায়নের বরকতে সাধারণ মুসলমানরাও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাবে।

এ বিষয়ে সর্বপ্রথম আমি নিজেকে নসীহত করছি। কেননা, আমি নিজেই যদি নসীহতের উপর আমল না করি, তাহলে হতে পারে আমার কথার উপর অনেক মানুষ আমল করবে, কিন্তু কেয়ামতের দিন তা আমার কোন কল্যাণ বয়ে আনবে না। তাছাড়া নিজের মাঝে কেয়ামতের দিনের জবাবদিহিতার অনুভূতিও তো জাগরুক রাখা চাই।

মহান আল্লাহ তা'আলা আমাকে এবং আপনাদের সকলকে সংশোধন হওয়ার তাওফীক দান করুন। পাশাপাশি আল্লাহ তা'আলা আমাকে ও আপনাদের প্রত্যেককে এই তাওফীক দান করুন যে, যেন আমরা প্রত্যেকেই নিজেকে নিজে অপর প্রত্যেক মুসলমান ভাই থেকে ছোট মনে করতে পারি। যদি একজন মানুষ মনের মাঝে এই মানসিকতা লালন করতে পারে, তাহলে অপর সকল মানুষকে সে সহজেই ভালোবাসতে পারবে। সবার সাথে ভালো ব্যবহার ও উত্তম আচরণ করতে পারবে, ইনশা আল্লাহ।

ইয়া আল্লাহ! আমাদের প্রত্যেককে অহংকার ও গর্ব করা থেকে রক্ষা করুন। যার দরুন আমরা প্রত্যেকে নিজেকে নিজে অন্য মুসলমান থেকে উত্তম মনে করি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে তা থেকে হিফাযত করুন। যদি আমরা অহংকার থেকে মুক্ত থাকতে পারি, তাহলে আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রত্যেককে মহব্বত করার তাওফীক দান করবেন এবং উত্তম আখলাকও দান করবেন, ইনশা আল্লাহ।

****

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ , أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْك